MUGBERIA GANGADHAR MAHAVIDYALAYA
DEPT. OF BENGALI (UG)

ASSIGNMENT

Topics (Any one):
1. বাংলা কাব্য কবিতার জগতে মাইকেল মধুসূদন দত্তের অবদান?
2. বাংলা সাহিত্যে কবি ঈশ্বরগুপ্তের অবদান আলোচনা কর?
3. বাংলা সাহিত্যে কবি নবীনচন্দ্র সেনের অবদান আলোচনা কর?

Full Name: SUMANA NAYEK
Roll No: 115
Class: B.A (Hons)
Sem: III
Academic Year: 2023-24
Date of Submission: 30.11.23

Sumana Nayek
Students Signature

Professor Signature
14.12.2023

3. বাংলা সাহিত্যে প্রাক রবীন্দ্রনাথ যুগের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কবি হিসেবে বিখ্যাত নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯), উনিশ শতকের নবজাগরণের সময়কালে আখ্যানকাব্য ~~[illegible]~~ ধারায় শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে পরিচিত ছিলেন তিনি, আখ্যান কাব্য এবং গীতিকাব্য রচনার মধ্যে দিয়ে তাঁর প্রতিভার পরিচয়ই ফুটে ওঠে, তাঁর লেখা পলাশীর যুদ্ধ কাব্যগ্রন্থটি সেই সময় আলোড়ন তৈরি করেছিল দেশবাসী ও তৎকালীন ব্রিটিশ শাসকদের মধ্যে, নবীনচন্দ্রের কবিতার রসমাধুর্য তাঁকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল. কবি মাইকেল মধুসূদনের পথ অনুসরণ করেও তিনি আপন স্বকীয়তা ~~[illegible]~~ বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন,

ছাত্রজীবন থেকেই নবীনচন্দ্র কবিতা লিখতে শুরু করেন কবিতা রচনার ক্ষেত্রে তাঁর আদর্শ ছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত, তাঁর প্রথম দিকের লেখা কিছু কবিতায় প্রকাশ ব্যক্তিগত অনুভবের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছিলেন তিনি মাইকেল প্রভাবিত

অমিত্রাক্ষর ছন্দের মাধ্যমে তাঁর স্বদেশ প্রেমের কবিতাগুলিতে পূর্বসূরি কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাব দেখা যায়, উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবধারায় প্রভাবিত হয়েছিলেন, তিনিই প্রথম বাংলায় খণ্ড কবিতার প্রচলন করেন। খণ্ড কবিতা দিয়ে তাঁর কবিজীবন শুরু হলেও শেষ দিকে তিনি মহাকাব্য রচনা করেছেন, তাঁর কবিতাগুলিতে স্বদেশ প্রেম তথা ভক্তিবাদের রস যেমন পরিলক্ষিত হয়, তেমনই সেগুলি মধ্যযুগীয় কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে আধুনিক মুক্তিতে রচিত। সেই কারনেই নবীনচন্দ্র ছিলেন উনিশ শতকের নবজাগরনের কবি, প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সান্নিধ্যে এসে তাঁর কবিতা লেখার উৎসাহ দ্বিগুন বেড়ে যায়, তাঁর প্রথম কবিতা কোন এক বিধবা কামিনীর প্রতি প্রকাশিত হয় প্যারীচরন সরকারের সম্পাদিত 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকায়, পরবর্তী কালে নিয়মিত 'এডুকেশন গেজেট' বঙ্গদর্শন ও অমৃত বাজার পত্রিকায় লিখতে শুরু করেন,

১৮৭১ সালে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ অবকাশরঞ্জিনী'র প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়, এই কাব্যগ্রন্থের একমাত্র কবিতাই তাঁর আঠারো থেকে তেইশ বছর বয়সে রচিত, তাঁর কবিতা লেখার ক্ষেত্রে তিনি সবচেয়ে বেশি অনুপ্রেরনা পেয়েছিলেন কিরনাথ ঠাকুর থেকে তিনি নিজের জীবনের দুঃখের কাহিনীকে কাব্যের আকারে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন এই কাব্যগ্রন্থে, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর নিজস্ব সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় অবকাশরঞ্জিনী'র সমালোচনা করেন প্রথম; এই কাব্যগ্রন্থ নবীনচন্দ্রকে কবি হিসেবে পাঠকমহলকে পরিচিত করে দেয়,

১৮৭৫ সালে নবীনচন্দ্রের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'পলাশীর যুদ্ধ' প্রকাশিত হয়, তাঁর এই কাব্যগ্রন্থে দেশপ্রেমের কথা বারবার উল্লিখিত হয়েছে 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমে নবীনচন্দ্র শুধু কবি সমাজেই নয় জনসাধারনের কাছেও কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন, পলাশীর যুদ্ধে সিরাজদ্দৌলার পরাজয় এবং ইংরেজদের ভারতে শাসনকার্য পাকাপোক্ত ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ঘটনাবলীকে তিনি অশ্রুবর্ষের

কালো অধ্যায় বলে চিহ্নিত করে প্রকাশভাবে ব্যক্ত করেছিলেন এর ফলে নবীনচন্দ্র 'দেশপ্রেমিক' কবি হিসেবে যেমন খ্যাতি লাভ করেন, তেমনই তাঁর কর্মক্ষেত্রে তিনি ব্রিটিশ কর্মচারীদের বিরাগভাজন হন। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও এই কাব্যপাঠ করে কাব্যের সমালোচনায় নবীনচন্দ্রকে ইংরেজ কবি লর্ড বায়রনের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন কাব্যটির বিশেষত্ব হল—

ক. এটি একটি দেশপ্রেমমূলক আখ্যান কাব্য খ. কাব্যটি অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা গ. কাব্যটিতে বায়রনের চাইল্ড হ্যারল্ড এর প্রভাব বর্তমান ঘ. ইংরেজ ভক্তির প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হয় ঙ. লিরিকের উচ্ছ্বাস কাব্যের আদ্যন্ত জুড়ে রয়েছে চ. মোহনলালকে কাব্যের নায়ক করা হয়েছে।

১৮৭৫ সালে 'অবকাশরঞ্জিনী'র দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় এই খণ্ডে ৪৬টি কবিতা ছিল চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রেক্ষাপটে লেখা তাঁর 'রঙ্গমতী' কাব্য গ্রন্থটি বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্টিক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে অমিত্রাক্ষর ছন্দে তিনি এই কাব্যটি রচনা করে ছিলেন, রঙ্গমতী কাব্যটির বিশেষত্ব হল—

ক. এটি একটি কবি কল্পিত কাহিনী খ. রাঙ্গামাটির বর্ণনায় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়, গ. কবি কাহিনীর মধ্যে শিবাজীর প্রসঙ্গ এনে স্বাদেশিক গৌরব দিতে চেয়েছেন ঘ. অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা ঙ. বীরেন্দ্র অপর্ণা সংকরসম্ভূতির ভূমিকায় স্কটের ছায়া আছে চ. ড. সুকুমার সেন 'রঙ্গমতী'কে পদ্যে লেখা উপন্যাস বলেছেন,

কর্মসূত্রে থাকাকালীন তিনি মহাভারত পাঠ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রটি নিজের ~~স্ব~~ কল্পনায় পুন নির্মাণ করেন। তিনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ এবং কৃষ্ণের চরিত্রকে তাঁর কল্পনা দিয়ে নতুন ভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন তাঁর তিনটি কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমে, তাঁর সৃষ্টি 'রৈবতক',

কুরুক্ষেত্র প্রভাস এই তিনটি কাব্যগ্রন্থ মহাভারতের প্রেক্ষাপটে রচিত এক অনবদ্য ট্রিলজি। এই ট্রিলজির প্রথম কাব্যগ্রন্থ রৈবতক প্রকাশ পেয়েছিল ১৮৮৩ সালে তারপর ১৮৮৯ সালে প্রকাশ পায় কুরুক্ষেত্র কাব্যগ্রন্থ এবং ১৮৯৬ সালে এই ট্রিলজির শেষ কাব্য প্রভাস প্রকাশিত হয়, নবীনচন্দ্রের মতে মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ মূলত আর্য এবং অনার্য জাতির যুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণ এই দুই জাতিকে সম্মিলিত করে এক নতুন রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। নবীনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে সমাজ সংস্কারক হিসেবে দেখিয়েছেন তাঁর এই ত্রয়ী কাব্যে, অনেকেই নবীনচন্দ্রের এই ত্রয়ীকাব্যকে আধুনিক মহাভারত ও বলে থাকেন, রৈবতক এ শ্রীকৃষ্ণের আদি লীলা, কুরুক্ষেত্র এ মধ্যলীলা এবং প্রভাস এ শ্রীকৃষ্ণের অন্ত্য লীলা, তিনি নিজস্ব যুক্তির বিচারে রচনা করেছেন, অন্য লোকেরা বলে থাকেন প্রভাস কাব্যের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র প্রবন্ধের খানিক প্রভাব রয়েছে, রৈবতকের মূল বিষয় সুভদ্রা হরণ প্রসঙ্গ এসেছে দুর্বাসা বাসুকি ব্যাস, জরৎকারু প্রতিশোধ বাসনা, রৈবতক কাব্যের সর্গ সংখ্যা ২০টি, কুরুক্ষেত্রের কাহিনীর সূত্রপাত ভীষ্মপতনের অব্যবহিত পরে, অভিমন্যু হত্যা ও প্রতিকার, এতে ১৭টি সর্গ রয়েছে, প্রভাস বিষয় গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের নামাশ্রয়ে প্রেম বিহ্বলতা যদুবংশ ধ্বংস, এর সর্গ সংখ্যা ১৩টি,

শুধু কাব্যগ্রন্থ নয় 'ভানুমতী' নামে একটি উপন্যাস ও নিজের আত্মজীবনী আমার জীবন নামে দুটি গদ্যগ্রন্থও রচনা করেছিলেন নবীনচন্দ্র সেন তাঁর জীবন কাহিনীটি পাঁচটি খণ্ডে বিভক্ত এবং ইটি উপন্যাসের মতই পাঠযোগ্য, এই গ্রন্থটি তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থা, রাজনৈতিক অবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ নথি বলা চলে, 'ভানুমতী' উপন্যাসটি চট্টগ্রামের আঞ্চলিক জীবনের কাহিনী, উপন্যাসের বাস্তবের চরিত্রগুলিকে কবি নির্মাণ করেছেন নিজের কল্পনা

দিয়ে নিজের 'খৃষ্টকে' লেখাচিত্রগুলি তিনি প্রকাশ করেছেন। 'প্রবাসের পত্র' নামে সংস্কৃতে লেখা ভাগবত গীতা এবং 'চণ্ডী শ্লোক' এর বাংলা অনুবাদও করেছিলেন তিনি ১৮৮৫ সালে ভগবান বুদ্ধকে নিয়ে তিনি রচনা করেন 'অমিতাভ' নামে একটি অনবদ্য কাব্যগ্রন্থ, এছাড়াও ১৮৯৫ সালে চট্টগ্রামে বাঁশখালিতে থাকাকালীন রাণী ক্লিওপেট্রার জীবনী নিয়ে নবীনচন্দ্র লেখেন 'ক্লিওপেট্রা' কাব্যগ্রন্থ ও এবং শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী অবলম্বনে 'অমৃতাভ' কাব্য রচনা করেন তিনি। ১৮৯০ সালে যিশুখ্রিস্টের জীবনী অবলম্বনে 'খ্রীষ্ট' নামেও একটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন নবীনচন্দ্র সেন।

* নবীনচন্দ্র সেনের কবিপ্রতিভা :-

প্রভাবিত

১. ইউরোপের জগত তথ্যবিজ্ঞান চেতনা ও নীতিতত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত।

২. দেশাত্মবোধ কবি নবীনচন্দ্রের কাব্যকে অন্যমাত্রা দিয়েছে।

৩. ভাষা ছন্দ অলংকার ও কাব্যরস সৃষ্টিতে কবি ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

৪. রোমান্টিক প্রেম ভাবনার মধ্যে ইতিহাস চেতনা পুরাণ চেতনা ও নীতিবোধের মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন।

৫. সবার উপরে কবি মানব ধর্মকে স্থান দিতে চেয়েছেন।

নবীনচন্দ্র সেন কিশোরকাল থেকেই কাব্য রচনা শুরু করেছেন। আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন –

" পাখির যেমন গীতি, সলিলের যেমন তরলতা, পুষ্পের যেমন সৌরভ তেমনি কবিতানুরাগ আমার প্রকৃতিগত ছিল, কবিতানুরাগ আমার রক্তে মাংসে অস্থিমজ্জায় নিয়ত প্রবাহে আজন্ম সঞ্চারিত হইয়া অতি শৈশবেই আমার জীবন খেলা

অসীম ক্রীড়াময় ও কল্পনাময় করিয়া তুলিয়াছিল, আমাদের মনে হয়, এই স্বাভাবিক চাঞ্চল্য ও আবেগপ্রবণতা তাঁকে কাব্যের গঠন ও সৌষ্ঠব নির্মাণে সময় ব্যয়ের সুযোগ দেয়নি তাই হয়তো তাঁর অজস্র ভাবোচ্ছ্বাসের ত্রুটি কথা উল্লেখ করেছেন সাহিত্য সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং সীমাবদ্ধতার মধ্যেও বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত অধ্যাপক ও ইতিহাসকার ড. অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর কবিতা সম্পর্কে প্রশংসাসূচক বাক্যই লিখেছেন, তিনি লিখেছেন,

বস্তুত রবীন্দ্রনাথের পূর্বে যদি কারও কবিতায় যথার্থ পাশ্চাত্য ধরনের লিরিকের স্বাদ পাওয়া যায়, তবে তার কিছুটা নবীনচন্দ্রের মধ্যেই পাওয়া যাবে.